সংবাদ

তারিখ 13 APR 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ২য় বর্ষের প্রশ্নপত্র ফাঁস

● এইচএসসির প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা পরিকল্পিত নাশকতা : তদন্ত কমিটি

রাকিব উদ্দিন

এইচএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে রাজনৈতিক রঙ দেয়ার তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিজি প্রেসের অসাধু চক্র এবং বিএনপি-জামায়াতের পরিকল্পিত নাশকতার কারণেই বারবার একই কেলেঙ্কারি ঘটছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে। কমিটির মতে, এই কেলেঙ্কারির মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ বন্ধ করাই নাশকতাকারীদের লক্ষ্য। এ ধরনের কেলেঙ্কারির পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থী নেয়ার পথ সঙ্কুচিত হতে পারে। এতে বেকায়দায় পড়তে পারে সরকার। এ বিষয়টি তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে অবহিত করা হয়েছে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে এইচএসসির প্রশ্ন ফাঁসের রেশ কাটতে না কাটতেই ফাঁস হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। গতকাল দেশজুড়ে শুরু হওয়া পরীক্ষার প্রথম দিনই ফাঁস হওয়া প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজি আবশ্যিক পরীক্ষা। পরীক্ষার আগের দিন বিভিন্ন স্থান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠে। মোবাইল ফোনে এসএমএস, ইন্টারনেট ও ফেসবুকের মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি নজরে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সারাদেশে প্রশ্নের বেশকিছু কপি বিক্রি হয়েছে। তার মধ্যে মূল প্রশ্নের সঙ্গে দু'একটি কপির ৪০ শতাংশ প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন, মুদ্রণ, সরবরাহ ও কেন্দ্র পর্যায়ে পৌঁছাতে নিরাপত্তা প্রক্রিয়ার দুর্বলতার জন্যই বারবার পাবলিক পরীক্ষা ও নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। কারণ ধারবাহিকভাবে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের কেলেঙ্কারি ঘটতে থাকলেও শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কার্যকর ও প্রতিকারমূলক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। বারবার দাবি উঠলেও প্রণয়ন করা হয়নি এ সংক্রান্ত কোন নীতিমালা। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও কেন্দ্র ফাঁস : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ফাঁস : প্রশ্নপত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যায়ে সরবরাহে একটি নীতিমালা তৈরির জন্য অতীতে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে আমলে নেয়নি বলে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তদন্ত কমিটির একাধিক সদস্য সংবাদকে বলেন, 'সরকার বিগত পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতে ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে সরকারবিরোধী চক্রই বিজি প্রেসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।'

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, 'কমিটির পক্ষে প্রশ্ন ফাঁসের মূল হোতাদের চিহ্নিত করা কঠিন। কাজেই বিজি প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ ঘটনায় জড়িত থাকলে তাদের শনাক্ত করতে গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতা লাগবে। গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা ছাড়া এই কেলেঙ্কারির প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন ও রাঘব বোয়ালদের চিহ্নিত করা সম্ভব নাও হতে পারে।'

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা খতিয়ে দেখতে গত ১০ এপ্রিল গঠিত সাত সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সোহরাব হোসাইন বর্তমানে ভারতে আছেন। তার আজ দেশে ফেরার কথা রয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) আহসানুল জব্বার ও যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) প্রফেসর আতাউর রহমান এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক শাহেদুল কবীর চৌধুরী। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির সদস্য প্রফেসর আতাউর রহমান গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা আগে একসঙ্গে বসে পরামর্শ করে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করব।'

তদন্ত কমিটির অপর সদস্য আহসানুল জব্বার সংবাদকে বলেন, 'রোববার তদন্ত কার্যক্রম শুরু করতে পারি।' তিনি জানান, 'আমার ধারণা- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেট থেকে তা কেন্দ্রে বিতরণ পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটতে পারে।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

এদিকে গতকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। পরীক্ষার আগের দিন গত শুক্রবার সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্নপত্র বিক্রি করে একটি অসাধু চক্র। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু মিলে যায় বলেও কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানান।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১২ সালের দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক পরীক্ষা গতকাল সকাল ৯টায় শুরু হয়। এ পরীক্ষা আগামী ৩১ মে পর্যন্ত চলবে। মোট ১৫০টি কেন্দ্রে ৩১৯টি অনার্স কলেজের আড়াই লাখ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজসহ প্রধান প্রধান কলেজের অনেক শিক্ষার্থী আগের দিনই এক থেকে পাঁচ হাজার টাকায় হাতে পায় প্রশ্নপত্র। আগের দিন প্রশ্ন কমন পড়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকলেও গতকাল দেখা যায়, অধিকাংশ প্রশ্নের সঙ্গেই মিল রয়েছে।

ইডেন কলেজের এক পরীক্ষার্থী জানায়, অনেকেই আগে প্রশ্ন হাতে পেয়েছেন পরিচিতদের মাধ্যমে। অধিকাংশ প্রশ্নই তাদের কমন পড়েছে। জানা গেছে, ইংরেজি আবশ্যিক পরীক্ষায় কেবল শিক্ষার্থীদের পাস নম্বর ৪০ পেতে হবে। ৪০ এর বেশি পেলেও মূল বিষয়ের সঙ্গে কোন নম্বর যোগ হয় না। তবে পাস নম্বর না পেলে পরীক্ষার্থী ফেল বলে বিবেচিত হবে। বিষয়টি নজরে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও। বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষরাও বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষয়টি অবগত করেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সারাদেশ থেকে অন্তত ৭টি প্রশ্নের কপি তাদের হাতে এসেছে। অধিকাংশ কপির সঙ্গে মূল প্রশ্নের মিল নেই। একটি দুটি কপির সঙ্গে মূল প্রশ্নের ৪০ শতাংশ মিল আছে। যেহেতু হুবহু প্রশ্ন কোথাও পাওয়া যায়নি তাই এসব কপিকে সাজেশন বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। এজন্য পরীক্ষা বাতিল হবে না। তাছাড়া এই পরীক্ষায় যেহেতু কেবল পাস নম্বর পেতে হবে। কেউ এর বেশি পেলেও তা যোগ হবে না তাই এই পরীক্ষা বাতিলের চিন্তা নেই কর্তৃপক্ষের।

এইচএসসি

পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার এইচএসসির ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আগের দিন বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে রাজধানীসহ বোর্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন জেলায় প্রশ্ন বিক্রির অভিযোগ ওঠার পর রাতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও ডিআইবিএসের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

যদিও গত ৩ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন বাংলা প্রথমপত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষা স্থগিত না করে অন্য সেটে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, ধামরাই, নরসিংদীতে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়। ঢাকার কয়েকটি কলেজের পরীক্ষার্থী জানায়, মোবাইলের এসএমএসের মাধ্যমে এ প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট পাওয়া যায়। ফেসবুক আইডি, টুইটারেও এইচএসসির প্রশ্ন পাওয়া যায়।

অভিভাবকরা বলছেন, পাবলিক পরীক্ষাকে 'ছেলে খেলায়' পরিণত করেছে শিক্ষা প্রশাসন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা প্রায় বন্ধ হলেও এই সরকারের আমলে নজিরবিহীনভাবে পরীক্ষার একদিন বা দু'দিন আগেই পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র। ঘন ঘন পাবলিক পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে কোন ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই। এভাবে পাবলিক পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে থাকলে ভবিষ্যতে এই পরীক্ষার কোন মূল্যই থাকবে না। বারবার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছেন অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, এক প্রায় এক বছরে কোন পাবলিক পরীক্ষা ও নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন। গত বছর পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছিলেন, এসব গুজব। শিক্ষামন্ত্রীর এই ধরনের দায়সারা বক্তব্যের ফলে প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত চক্রটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। এছাড়া যখনই কোন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে মন্ত্রণালয়, বোর্ড ও অধিদফতরের পক্ষ থেকে লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয় না।

এমনকি গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সময়ও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। একপর্যায়ে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মিললেও ওই পরীক্ষা বাতিল হয়নি। তখন গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ওই সময় বাংলার ৫৩ শতাংশ ও ইংরেজির ৮০ শতাংশ প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল, যা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে প্রমাণ মিলে। ওই সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছিলেন, পরীক্ষা বাতিল করলে শিশুরা শাস্তি পাবে। তাই বাতিল করা সম্ভব হচ্ছে না।